শমূয়েলের প্রার্থনা ও ঈশ্বরের উত্তর

৯ম শমূয়েল ৭ অধ্যায় ৭-১৭ পদ

গত সপ্তাহে আমরা দেখেছি যে, শমূয়েলের নেতৃত্বে ইস্রায়েলের মধ্যে আধ্যাত্মিক উদ্দিপনা এসেছে। সদাপ্রভুর কাছে ফিরে আসবার আহ্বানে সাড়া দিয়ে তারা শমূয়েলের কথামতো তাদের মধ্য থেকে পলেষ্টীয় দেব-দেবীদের দূর করে কেবল সদাপ্রভুর সেবা করতে শুরু করেছে (৪ পদ)। কেবল তাই নয়, শমূয়েলের আহ্বানে সাড়া দিয়ে তারা মিস্পাতে মিলিত হয়েছে, যেখানে তারা উপবাস সহকারে সদাপ্রভুর কাছে তাদের পাপ স্বীকার করেছে এবং শমূয়েল তাদের জন্য সদাপ্রভুর কাছে প্রার্থনা করেছে ও তাদের বিচার করেছে।

আজ আমরা দেখতে চলেছি, এইভাবে যখন তারা সদাপ্রভুর কাছে ফিরে এসেছিল, তখন সদাপ্রভু তাদের মধ্যে কী করেছিলেন? ৩ পদে আমরা দেখেছিলাম, শমূয়েল ইজ্রায়েলীদের এমন কথা বলেছিল যে, তারা যদি সর্বান্তঃকরণে সদাপ্রভুর কাছে ফিরে আসে ও তাদের মধ্য থেকে বিজাতীয় দেব-দেবীদের দূর করে কেবল সদাপ্রভুরই সেবা করে, তাহলে পলেষ্টীয়দের হাত থেকে সদাপ্রভু তাদের উদ্ধার করবেন। শমূয়েলের কথামতো ঈশ্বর কি সেদিন কাজ করেছিলেন? তিনি কি সেদিন তাদেরকে পলেষ্টীয়দের হাত থেকে উদ্ধার করেছিলেন?

১। পলেষ্টীয়রা মিস্পাতে ইজ্রায়েলীদের আক্রমণ করেছিল (৭-৮ পদ)। মিস্পা ছিল উঁচু জায়গা– যেখান থেকে তার নিচে চারপাশের সমস্ত জায়গা দেখা যেত। তাই, যুদ্ধ-কৌশলের দিক থেকে, বিশেষত শত্রুদের হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্য এটি ছিল খুবই উত্তম স্থান। কারণ, শত্রুরা কোন্ দিক থেকে আক্রমণ করতে এগিয়ে আসছে, তা যেমন দেখে আগেই জানবার সুযোগ ছিল, ঠিক একইভাবে শত্রুরা উপরে উঠতে চাইলে, উপর থেকে তাদের আক্রমণ করা ছিল খুবই সহজ কাজ। কেবল তা-ই নয়, শত্রুদের আক্রমণ করার আগে, আরাধ্য দেবতার সামনে ধর্মীয় অনুষ্ঠান ছিল তখনকার দিনে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতির একটি অঙ্গ। তাই, ইজ্রায়েলীদের মিস্পাতে মিলিত হতে দেখে পলেষ্টীয়রা ভেবেছিল যে, ইজ্রায়েলীরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে সেখানে মিলিত হয়েছে। তাই তারা ইজ্রায়েলীদের সেই কাজে বাধা দিতে মিস্পা আক্রমণ করল। ৭ পদে বলা হয়েছে, ***"পরে পলেষ্টীয়রা যখন শুনতে পেল যে, ইজ্রায়েলী জনতা মিস্পাসে মিলিত হয়েছে, তখন পলেষ্টীয় ভূপালেরা ইজরায়েলীদের বিরুদ্ধে অভিযান করল।"***

পলেষ্টীয়দের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে, ইজ্রায়েলীরা স্বাভাবিকভাবেই হতাশ হয়েছিল, ভয় পেয়েছিল। ধরা যেতে পারে, তারা শমূয়েলের কথামতো সদাপ্রভুর কাছে ফিরে আসার ইচ্ছার যথেষ্ট লক্ষণ দেখিয়েছিল, কিন্তু তার পরিণাম কী এমন নিষ্ঠুর হতে পারে? এর আগে সম্প্রতি তারা দু-দুবার পলেষ্টীয়দের কাছে পরাজিত হয়েছে, প্রথমবার ঈশ্বরের নিয়ম-সিন্দুক ছাড়া, আর দ্বিতীয়বার নিয়ম-সিন্দুকের উপস্থিতিতে। তাই, এইভাবে পলেষ্টীয়দের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে ইজ্রায়েলীরা ভয় পেয়েছিল: ***"তা শুনে ইজ্রায়েলী জনতা ভীত হল"*** (৮ক পদ)। ৪০০ বৎসরের দাসত্ব থকে মুক্ত হয়ে ইজ্রায়েল যখন মোশির নেতৃত্বে মিসর ত্যাগ করেছিল, কিন্তু মিসরের সৈন্যরা তাদের পিছনে ধাওয়া করে এসেছিল, তখনও ইজ্রায়েল ***খুব ভয় পেয়ে চীৎকার করে সদাপ্রভুকে ডেকেছিল*** (যাত্রা ১৪:১০)। কিন্তু সেদিন যেমন মোশি ইজ্রায়েলকে ভয় করতে নিষেধ করেছিল (যাত্রা ১৪:১৩), কিম্বা ঈশ্বর যেমন যিহোশূয়কে ইমোরীয়দের পাঁচজন রাজার আক্রমণকে ভয় করতে মানা করেছিল; এদিনও ইজ্রায়েলের প্রয়োজন ছিল ঈশ্বরের উপর নির্ভর করে সাহস করা। যাইহোক, এমন পরিস্থিতিতে ইজ্রায়েলের বাঁচার পথ কী? তারা কি পুনরায় ঈশ্বরের নিয়ম-সিন্দুক যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়ে আসবার (কিরিয়ৎ-যিয়ারীম থেকে মিস্পাতে) কথা চিন্তা করবে? না, তারা তাদের সেই ভুল আচরণের পুনরাবৃত্তি করতে পারে না; কারণ পরিস্থিতি তাদের শিক্ষা দিয়েছে যে, সার্বভৌম ঈশ্বরকে কখনও নিজের প্রয়োজনে ইচ্ছামতো ব্যবহার করা সম্ভব নয়। তিনি অন্য বিজাতীয় দেব-দেবীদের থেকে পৃথক। তাহলে,

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

পলেষ্টীয়দের হাত থেকে উদ্ধার পাবার উপায় কী? ৩ পদে শমূয়েলের কথামতো ইজ্রায়েল সেদিন উপলব্ধি করেছিল যে, একমাত্র পথ হল ঈশ্বরের উপর নির্ভর করা, তাঁর অনুগ্রহ কামনা করা। আর তাই তারা সেদিন সঠিক কাজটিই করেছিল: ***"আর ইজ্রায়েল জনতা শমূয়েলকে বলল, 'আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু যেন পলেষ্টীয়দের হাত থেকে আমাদের নিস্তার (উদ্ধার) করেন, এই জন্য আপনি তাঁর কাছে আমাদের জন্য কাঁদতে বিরত হবেন না"*** (৮খ পদ)। ইজ্রায়েল পরবর্তিত হয়েছে, তাদের মানসিকতার ১৮০ ডিগ্রি পরিবর্তন হয়েছে। তারা ঈশ্বরের উপর নিয়ন্ত্রণ চালাবার, তথা ঈশ্বরকে নিজেদের প্রয়োজনে ব্যবহার করার চেষ্টা *(manipulate)* থেকে নিজেদের দূরে রেখেছে। শীলোতে তাদের কাছে ঈশ্বরের নিয়ম-সিন্দুক থাকতে তারা যা করতে পারেনি, নিয়ম-সিন্দুকের অনুপস্থিতিতে ইজ্রায়েল সেদিন তা করেছিল। তারা উপলব্ধি করেছিল যে, ঈশ্বর নিয়ম-সিন্দুকের মাধ্যমে নয়, কিন্তু তাঁর নিজের **বাক্য** ও শমূয়েল ভাববাদীর **প্রার্থনার** মাধ্যমে ঈশ্বর কাজ করে থাকেন। তাই, সদাপ্রভুর বাক্য মেনে তারা তাদের জন্য শমূয়েলকে সদাপ্রভুর কাছে ক্রমাগত প্রার্থনা করতে অনুরোধ করেছে।

২। শমূয়েল ঈশ্বরের কাছে হোমবলিসহ প্রার্থনা করেছিল (৯-১০ক)। শমূয়েল তার নিজের কথামতো (৫ পদ) সেদিন ইজ্রায়েলের জন্য সদাপ্রভুর কাছে প্রার্থনা করেছিল। ৯ পদে বলা হয়েছে, ***"তখন শমূয়েল দুগ্ধপোষ্য একটি মেষশাবক নিয়ে সদাপ্রভুর উদ্দেশে পূর্ণাঙ্গ হোমবলি উৎসর্গ করল, এবং শমূয়েল ইজ্রায়েলের জন্য সদাপ্রভুর কাছে কাঁদল"*** (৯ক পদ)। লেবীয় ৬:২২-২৩ পদে পূর্ণাঙ্গ হোমবলির যে বর্ণনা করা হয়েছে, তা থেকে আমরা উপলব্ধি করি যে, সেই দুগ্ধপোষ্য মেষশাবকটিকে ঈশ্বরের উদ্দেশে সম্পূর্ণভাবে পোড়ানো হয়েছিল, তার কোনও অংশ আরাধনাকারীদের খাদ্য হিসাবে অবশিষ্ট রাখা হয়নি। ১শমূয়েল ১৩ অধ্যায়েও আমরা শৌলকে একই ধরণের পরিস্থিতির মুকাবিলা করতে দেখি। সেখানে পলেষ্টীয়দের বিরুদ্ধে গিলগলে যুদ্ধে যাবার আগে শমূয়েলের অনুপস্থিতিতে শৌল নিজেই সদাপ্রভুর অনুগ্রহ যাচ্ঞা করে হোমবলি উৎসর্গ করেছিল (৯-১২ পদ)। শৌলের দ্বারা উৎসর্গীকৃত সেই হোমবলি ঈশ্বরের প্রতি আস্থা ও নির্ভরতার প্রকাশ ছিল না, পরিবর্তে তা ছিল যুদ্ধে জয়লাভে ঈশ্বরের সহযোগিতা কেনার চেষ্টা। ঈশ্বর কিন্তু শৌলের সেই চালাকীকে প্রশ্রয় দেননি, তিনি শৌলের কাছ থেকে ইজ্রায়েলের উপর রাজত্ব কেড়ে নিয়ে তাঁর মনের মতো ব্যক্তির কাছে তা সমর্পণ করেছিলেন। পরে অমালেকীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ করার পরও শৌল যখন ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করে হোমবলি উৎসর্গ করেছিল, তখন উপলব্ধি করেছিল ***"বলিদান অপেক্ষা আজ্ঞাপালন উত্তম, মেষের মেদ অপেক্ষা অবধান করা উত্তম"*** (১শমূয়েল ১৫:২২; মীখা ৬:৬-৯)। কিন্তু মিস্পাতে যুদ্ধের আগে শমূয়েল যখন সেই পূর্ণাঙ্গ হোমবলি উৎসর্গ করেছিল, তা ছিল শৌলের কাজ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন কাজ। পূর্ণাঙ্গ হোমবলির মাধ্যমে শমূয়েল ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে সম্পূর্ণভাবে নিজেদেরকে উৎসর্গ করেছিল; যার অর্থ, তাঁর কাছে যুদ্ধে জয় দাবি করা নয়, কিন্তু যুদ্ধের ফলাফল যে সার্বভৌম ঈশ্বরের হাতে আছে, তা স্বীকার করা। ৩ পদে শমূয়েল তাদেরকে যেমন সর্বান্তকরণে সদাপ্রভুর কাছে ফিরে আসতে আজ্ঞা করেছিল, তা মেনে এইদিন শমূয়েল ইজ্রায়েলের জন্য সর্বাঙ্গ হোমবলি উৎসর্গ করেছিল। আমরা জানি, পুরাতন নিয়মের সমস্ত বলি হল নতুন নিয়মে খ্রীস্টের দ্বারা চিরকালের জন্য একবার *(once for all)* উৎসর্গীকৃত বলির ছায়ামাত্র; তাই, সেদিনের এই বলিটিও আগামীদিনে আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য খ্রীস্টের পূর্ণাহুতিকে নির্দেশ করে (ইব্রীয় ৯:১২, ২৮; ১০:১০)।

লক্ষ্য করার বিষয় হল, ১০ পদে বলা হয়েছে, ***শমূয়েল যখন ওই হোমবলি উৎসর্গ করছিল, তখন পলেষ্টীয়রা ইজ্রায়েলের সঙ্গে যুদ্ধ করতে কাছে এল।*** এই কথার অর্থ, পলেষ্টীয়দের দেখে শমূয়েল ভয় পায়নি, কিম্বা পলেষ্টীয়দের প্রতিহত করতে নিজেদের সামরিক শক্তির উপর নির্ভর করেনি; পরিবর্তে, কেবল ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন নয়, কিন্তু বাস্তবে ঈশ্বরের প্রতি আস্থা ও নির্ভরতার প্রকাশ রেখেছে। এর থেকে আমরা উপলব্ধি করি যে, বিশ্বাসী আমাদের জীবনে প্রথম ও প্রধান বিষয়কে বেছে নিতে

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

আমরা যেন ভুল না করি। মথি ৬:৩৩ পদে যীশু নিজে আমাদের আজ্ঞা করেছেন, *"প্রথমে তাঁর রাজ্য ও ধার্মিকতার বিষয়ে চেষ্টা কর, তাহলে ঐ সকল দ্রব্যও (খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান) তোমাদের দেওয়া হবে।"*

৩। ঈশ্বর শমূয়েলের প্রার্থনার উত্তর দিয়েছিলেন (১০খ-১২ পদ)। এইভাবে, ঈশ্বরের আজ্ঞাপালন করে আন্তরিক সততার সঙ্গে সদাপ্রভুর সার্বভৌম ইচ্ছার কাছে সম্পূর্ণ সমর্পিত বলি ও প্রার্থনা যখন শমূয়েলের দ্বারা উৎসর্গীকৃত হল, তখন ***সদাপ্রভু শমূয়েলকে উত্তর দিলেন*** (৯খ পদ)। যিরমিয় ৩৩:৩ পদে ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা করেছেন, *"তুমি আমাকে আহ্বান কর, আর আমি তোমাকে উত্তর দেব, এবং এমন মহৎ ও দুরূহ নানা বিষয় তোমাকে জানাবো, যা তুমি জান না।"* সদাপ্রভু তাঁর প্রতিজ্ঞা মেনে সেদিন শমূয়েলের প্রার্থনার উত্তর দিয়েছিলেন। ১০ পদের শেষাংশে বলা হয়েছে, *"কিন্তু ঐ দিন সদাপ্রভু পলেষ্টীয়দের উপরে মহাবজ্রনাদে গর্জন করে তাদের ব্যাকুল করলেন; তাতে তারা ইজ্রায়েলের সামনে আহত হল।"* বাইবেলে আমরা ঈশ্বরকে বিভিন্ন প্রকৃতিক ঘটনাকে ব্যবহার করে পবিত্র যুদ্ধ *(Holy War)* করতে দেখতে পাই: বজ্রবিদ্যুৎ (১ শমূ ২:১০; ২শমূ ২২:১৪-১৫; ১রাজা ১৮:৩৮); শিলাবৃষ্টি (যিহোশূয় ১০:১৪); অন্ধকার (যিহোশূয় ২৪:৭); আকাশের তারা (বিচার ৫:২০); মহামারী (১শমূ ৫:৬), ইত্যাদি। মহাবজ্রনাদ শুনে পলেষ্টীয়রা বিভ্রান্ত *(confused)* হল, ও পরাজিত হল। ঈশ্বর যখন দেখেছেন যে, ইজ্রায়েলীরা তাদের পাপ স্বীকার করেছে এবং একমাত্র ঈশ্বরের সেবা করতে নিজেদের উৎসর্গ করেছে, তখন ঈশ্বর তাদের পক্ষে যা মঙ্গল, তা করতে তাঁর সার্বভৌম হস্ত বৃদ্ধি করেছেন। যে সমস্ত পলেষ্টীয় সৈন্য পাহাড় বেয়ে উপরে মিস্পাতে পৌঁছাতে চেষ্টা করছিল, তারা যখন সেই বজ্রবিদ্যুতের হুংকার শুনতে পেল, তারা ভয় পেয়ে নিচে পতিত হল, পালাতে বাধ্য হল। সেদিন ইজ্রায়েল কিছু করেনি, সদাপ্রভুই তাদের হয়ে যুদ্ধ করেছেন; ইজ্রায়েল কেবল সদাপ্রভুর কাছে পাপস্বীকার করেছে। এইভাবে যুদ্ধে জয় দেবার পর, ঈশ্বর শেষ কাজটা ইজ্রায়েলের দ্বারা সাধন করেছেন। আর তা হল, *"ইজ্রায়েল জনতা মিস্পা থেকে বের হয়ে পলেষ্টীয়দের পেছনে তাড়া করে বৈৎ-করের নিচে পর্যন্ত তাদের আঘাত করল"* (১১ পদ)। পরিস্থিতির অদ্ভুৎ পরিবর্তন হয়েছে, যুদ্ধের শুরুতে পলেষ্টীয়রা ছিল শক্তিশালী ও আশাবাদী, আর ইজ্রায়েলীরা তাদের ভয় পেয়েছিল (৮ পদ); কিন্তু যুদ্ধ শেষে পলেষ্টীয়রা পরাজিত হয়েছে, আর ইজ্রায়েলীরা পুনরায় নিরাপদ হয়েছে। আর এই পরিবর্তনের একমাত্র কারণ হল ঈশ্বরের সার্বভৌমত্ব। তথাপি, আমাদের মধ্যে অনেকে আছে, যারা ইজ্রায়েলের কৃতিত্ব দাবি করে বলতে পারে, তারা তাদের পাপস্বীকার করেছিল বলে, তাদের মধ্য থেকে বিজাতীয় দেব-দেবীদের দূর করেছিল বলে, একমাত্র সদাপ্রভুর সেবা করতে অঙ্গীকার করেছিল বলে কি ঈশ্বর তাদের উদ্ধার করেননি? এমন কথা যারা বলে, তারা এবন-এষরের দ্বিতীয় যুদ্ধে ইজ্রায়েল যে ভুল করেছিল, সেই ভুল-চিন্তা একইভাবে করে চলেছে। আমরা যদি মনে করি যে, আমরা আমাদের ঐ সমস্ত ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের দ্বারা ঈশ্বরকে আমাদের প্রয়োজন পূর্ণ করতে বাধ্য করতে পারি, তাহলে আমরা এখনও ঈশ্বর আরাধনার অর্থ জানি না। তাঁর আর্শীবাদ পাবার জন্য আমরা ঈশ্বর আরাধনা করি না; কিন্তু তিনি আমাদের আরাধনা পাবার যোগ্যতম ব্যক্তি, তাই আমরা তাঁর আরাধনা করি; আর তাঁর আরাধনা করতে পারাটাই হল আমাদের জীবনে বড় আশীর্বাদ। ইজ্রায়েল যাতে এই সত্য উপলব্ধি করে, সেই কারণে ঈশ্বর তাদেরকে এবন-এষরের যুদ্ধে পরাজিত হতে দিয়েছিলেন, নিয়ম-সিন্দুক পলেষ্টীয়দের হস্তগত হতে দিয়েছিলেন, বৈৎ-শেমশে অনেক ইজ্রায়েলকে আঘাত করেছিলেন। এই সকল ঘটনার দ্বারা ঈশ্বরের পবিত্রতা কী, তা তারা উপলব্ধি করেছিল; যা তাদেরকে নিজেদের পাপ উপলব্ধি করতে চোখ খুলে দিয়েছিল। একইভাবে, আমরাও যদি-না তাঁর পবিত্রতা উপলব্ধি করি, আমাদের পাপচিন্তা তথা বিকৃত চিন্তার সংশোধন সম্ভব নয়।

যাইহোক, ইজ্রায়েল কিন্তু সেদিন যুদ্ধ শেষে তাদের নিজেদের শক্তি বা ধর্মজীবনের শ্লাঘা করেনি। পরিবর্তে, তারা ঈশ্বরের সার্বভৌমত্বকে স্বীকার করেছিল, সদাপ্রভুই যে আপন মঙ্গল ইচ্ছানুসারে

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

তাদের সাহায্য করেছেন ও জয় দিয়েছেন, তা ইজ্রায়েল স্বীকার করেছিল। তাই, শমূয়েলের নেতৃত্বে সেদিন প্রস্তর স্থাপন করে সেই স্থানের নাম এবন-এষর রেখেছিল: *"তখন শমূয়েল একটি পাথর নিয়ে মিস্‌পা ও শেনের মধ্যস্থানে স্থাপন করল, এবং এ পর্যন্ত সদাপ্রভু আমাদের সাহায্য করেছেন, এই বলে তার নাম এবন-এষর (সাহায্যের পাথর) রাখল"* (১২ পদ)।

পরবর্তী ১৩-১৭ পদে, বর্ণনা করা হয়েছে যে, ইজ্রায়েলীদের উপর পলেষ্টীয়দের প্রাধান্য ক্রমশ হ্রাস পেয়েছে, শমূয়েলের মৃত্যু পর্যন্ত সদাপ্রভু ইজ্রায়েলের উপর পলেষ্টীয়দের প্রধান্যকে দমিয়ে রেখেছিলেন। ইজ্রায়েল তাদের বিভিন্ন নগর ফিরে পেয়েছিল ও শমূয়েলের বিচারের মাধ্যমে ইজ্রায়েল আপেক্ষিক শান্তি উপভোগ করেছিল।

আজ আমরা যখন এই অংশ পাঠ করছি, তখন আমরা যে প্রশ্নের সম্মুখীন হই, তা হল, **ঈশ্বর কি এমনভাবে সরাসরি আমাদের প্রার্থনার উত্তর দিয়ে থাকেন?** সেদিন মহাবজ্রনাদের মাধ্যমে ঈশ্বর অবশ্যই শমূয়েলের প্রার্থনার উত্তর দিয়েছিলেন, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু আমরা যেন সচেতনতার সঙ্গে আমাদের এই উত্তর এই ঘটনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখি; এই ঘটনাকে ভিত্তি করে আমরা যেন কখনও এমন শেষকথায় উপনীত না হই যে, ঈশ্বর সর্বদা আমাদের প্রার্থনার এমন সরাসরি উত্তর দিয়ে থাকেন। মনে রাখতে হবে, আমরা যতই আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে প্রার্থনা করি-না-কেন, সেই প্রার্থনার উত্তর ঈশ্বরের সার্বভৌম ইচ্ছার মধ্যে বর্তমান। বাইবেলের কয়েকটি ব্যতিক্রমী ঘটনাকে ভিত্তি করে অনেকে যেমন বলে থাকেন যে, আমরা আমাদের প্রার্থনার দ্বারা ঈশ্বরের ইচ্ছার পরিবর্তন করতে পারি, তা ঠিক নয়। বাইবেলের সামগ্রিক শিক্ষা তা বলে না। এমন কাজ বা চিন্তা হল ঈশ্বরের সার্বভৌমত্বকে অস্বীকার করার ফল, যা অবিশ্বাসেরই নামান্তর। পরিবর্তে, আমরা সর্বদা যীশুকে অনুসরণ করে প্রার্থনার উত্তর ঈশ্বরের হাতে ছেড়ে দিয়ে বলব, *"আমার ইচ্ছা নয়, তোমারই ইচ্ছা সিদ্ধ হোক!"* (লূক ২২:৪২)। মনে রাখতে হবে, ঈশ্বর সর্বদা তাঁর নিজের স্বাধীনতায় নিজের ইচ্ছা পূর্ণ করে থাকেন। আমাদের ইচ্ছা চরিতার্থ করতে আমরা কোনও উপায়কেই, এমন কি আন্তরিক প্রার্থনাকেও ব্যবহার করে, তাঁকে আমাদের প্রয়োজন পূরণে বাধ্য করতে পারি না। ঈশ্বর যদিও বাধ্য ছিলেন না, তথাপি তাঁর আপন বিশ্বস্ততায় সেদিন শমূয়েলের প্রার্থনার উত্তর মহাবজ্রনাদের মাধ্যমে দিয়েছিলেন। তাই, আমরা এই ঘটনার মাধ্যমে ২টি বিষয় উপলব্ধি করে থাকি :–

(১) **ঈশ্বর অবশ্যই তাঁর অনুতপ্ত ও পাপস্বীকারকারী সন্তানদের প্রার্থনা শুনে থাকেন এবং নতুন জীবন ও নতুন সম্ভাবনার পথে উত্তর দিয়ে থাকেন**। ইজ্রায়েল এই সত্যে বিশ্বাস করে, তাই তারা শমূয়েলের নেতৃত্বে মিস্‌পায় ঈশ্বরের কাছে পাপস্বীকার করেছিল। তারা আরও বিশ্বাস করত যে, এই সত্য কেবল যুদ্ধের সময় নয়, কিন্তু তাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তাই, সেদিন ঈশ্বরের কাছে শমূয়েলের প্রার্থনা কোনও ব্যতিক্রমী ঘটনা ছিল না, বা কাজ আদায় করার কোনও চালাকী ছিল না; পরিবর্তে তা ছিল ঈশ্বরের প্রতি সর্ব বিষয়ে শমূয়েলের নির্ভরতারই প্রকাশ।

(২) **আজকের দিনে খুব কম সংখ্যক মানুষ সামরিক শক্তির পরিবর্তে ঈশ্বরের সার্বভৌমত্বে বিশ্বাস করে ও তাঁর কাছে প্রার্থনা করে; তথাপি ঈশ্বর তাঁর সার্বভৌমত্বের কাজ করে থাকেন**। তাই, বাস্তবে আমরা এমন অনেক ঘটনার সম্মুখীন হয়ে থাকি, যা আমাদের অবাক করে। আর তা হল, যাদের কোনও সম্ভাবনা নেই বলে মনে হয়, এমন অত্যাচারিতরাও ইতিহাসে নতুন সম্ভাবনা লাভ করে। আর এই সমস্ত ঘটনা সেই সত্যকেই আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় যে, *সদাপ্রভুর কাছে মানুষের জ্ঞান, বুদ্ধি, কৌশল সবই নিরর্থক। যুদ্ধের দিনের জন্য ঘোড়া সুসজ্জিত হয়, কিন্তু বিজয় সদাপ্রভু থেকে হয়"* (হিতোপদেশ ২১:৩০-৩১)।

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com